



79072 - যটন উত্তজেক ব্যবহারে বধিান

প্রশ্ন

সুখানুভূতি বাড়ানোর জন্য যটন উত্তজেক ব্যবহার করার বধিান কী— রোযা ভঙ্গকালীন সময়ে। অবশ্যই রমযান মাসে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

যটন উত্তজেকসমূহ দুই ধরণে:

১। প্রাকৃতিক। যমেন- খাদ্যদ্রব্য ও নানাবধি উদ্ভদি ইত্যাদি। এগুলো গ্রহণ করত কনন অসুবধি নহে; যদি না এতে শারীরিক কনন ক্ষতি সাব্যস্ত না হয়। এমন কিছু সাব্যস্ত হলে সটো থেকে বরিত থাকত হব। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ক্ষতি করা উচতি নয়, আর ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচতি নয়।” [মুসনাদে আহমাদ, সুনানে ইবনে মাজাহ (২৩৪১), আলবানী ‘সহি ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে হাদসিটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]

‘আল-আদাব আল-শারইয়্যাহ’ গ্রন্থে (২/৪৬৩) বলা হয়েছে: “নাপাক জনিসি, পবতির কনিতু হারাম জনিসি, ক্ষতিকির জনিসি ইত্যাদি ঔষধ হিসেবে ও সুরমা হিসেবে ব্যবহার করা হারাম।” [সমাপ্ত]

আলমেদরে বই-পুস্তকে কিছু কিছু খাবারের উপকারতি এবং এ খাবারগুলো য়ে যটনশক্তি বাড়ায় ও সহবাসরে শক্তি বৃদ্ধি করে এমন আলচনা সুপ্রসদিধ। যমেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদসি: “তোমরা ভারতীয় এই চন্দন (আগর কাঠ) ব্যবহার করবে। কননা তাত সাতটি আরোগ্য রয়ছে। [সহি বুখারী (৫২৬০) ও সহি মুসলমি (৪১০৩)] এর ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার (রহঃ) উক্তি। তিনি ভারতীয় চন্দনের উপকারতির মধ্যে উল্লেখ করেন য়ে, “এটি পাকস্থলিকে উত্তপ্ত রাখে, কামোদ্দীপনা তরী করে, মুখের দাগ দূর করে”। [ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

আলমেগণ মথে, পসেতা-বাদাম, carob, তরমুজরে বীচি ইত্যাদির ব্যাপারেও একই ধরণে কথা উল্লেখ করছেন। [দখুন: আল-আদাব আল-শারইয়্যাহ, পৃষ্ঠা- (৩/৭), (২/৩৭০, ৩৭৫)]

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- এসব জনিসি ব্যবহারে ক্ষত্রে কটে যনে মাত্রা ছাড়িয়ে না যান কথিবা এমন যনে না হয় য়ে,



ব্যক্তি শুধু এসব নিয়ে পড়ে থাকে। কোন কোন খাবার ও পানীয় যৌনশক্তি বাড়ায় সসেব খুঁজে বোঁনো তার নশো হয়ে যায়।

২। এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ঔষধ। এসব ঔষধে মূল বধিান হচ্ছো- হালাল বা বধৈ হওয়া; যদি না এতে হারাম কিছু না থাকে যমেন- নশোকর কিছু কথিা শরীরে জন্য ক্শতকির কিছু। যদি থাকে তাহলে পূর্বোক্ত হাদসিরে কারণে সগেলো ব্যবহার করা হারাম। কনিত্ত, এগুলো তাদরেই ব্যবহার করা উচতি যাদরে প্ৰয়োজন দখো দিয়ে; যমেন- যৌন অক্শমতা, অসুস্থতা কথিা বার্ধক্য। নরিভরযোগ্য বশিবস্তু ডাক্তাররে পরামর্শরে ভিত্তিতে এসব ব্যবহার করা উচতি। কনেনা এসব ঔষধে কোন কোনটরি এমন পার্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া রয়েছে যার ফলে মৃত্যু প্ৰযন্ত ঘটতে পারে। আর কোন কোন ঔষধে এমন পার্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নহৈ তবে যার প্ৰয়োজন নহৈ তার জন্যে এগুলো ব্যবহারে কোন কল্যাণ নহৈ; এমনকি এগুলো ব্যবহারে ফলে যদি সুখানুভূতি বেশি হয় যমেনটি প্ৰশ্নকারী ভাই বলছেন তা সত্বেও। সো ব্যক্তি কিতই না সুন্দর বলছেন: “ঔষধ হচ্ছো- সাবানরে মত; কাপড় পরস্কার করে বটে; তবে কাপড়কে নরম করে ফলে”। তাই এ সকল ঔষধ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা ভাল।

আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই বর্তমান যামানায় সবচয়ে বেশি প্ৰসারতি ঔষধ হচ্ছো ‘ভায়াগ্ৰা’। কটে কটে কোন প্ৰকার প্ৰীক্শা করা ছাড়া ও ডাক্তাররে পরামর্শ করা ছাড়া ভায়াগ্ৰা ব্যবহার করে সাংঘাতকি ক্শতরি সম্মুখীন হয়েনে। যায়যে সামরকি হাসপাতালরে হার্ট বশিষেজ্ঞ ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল-নাঈমি এক সমেনিারে যৌন উত্তজেক ঔষধ সম্প্ৰক্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলনে: “এ ঔষধে বহু পার্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া রয়েছে। কিছু পার্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া খুব জটলি। কানাডাতে প্ৰায় ৮,৫০০ লোকরে উপর একটি গবেষণা চালানো হয়েছো। এতে দেখা যায় যে, এদরে মধ্যে প্ৰায় ১৬% লোক মাথা ব্যথায় ভুগনে। কটে কটে লালবর্ণ ধারণ করা ও তাপ বড়ে যাওয়ার রোগে ভুগনে; বশিষেতঃ চহোঁরতে। কটে কটে হজমরি সমস্যায় ভুগনে। কারো কারো – বশিষেত যাদরে নম্ন রক্তচাপ আছে- রক্তচাপ এত নীচে নমে যায় যে, তা ক্শতকির প্ৰয়ায়ে পৌঁছে যায়।”।

তনি আরও উল্লেখ করেন যে, যে সব স্বাস্থ্যবান লোকরে কোন রোগ নহৈ; তাদরে ক্শেত্রেও ডাক্তাররে সাথে পরামর্শ করে নয়ো ভাল; এমনকি সোটা স্বল্পময়োদী সময়রে জন্যে হলোও। আর যারা নানা প্ৰকার রোগে আক্রান্ত; বশিষেতঃ হার্টরে শরি ব্লক হয়ে যাওয়া রোগে; তাদরে উচতি প্ৰথমহৈ ডাক্তাররে সাথে পরামর্শ করা। কনেনা এমন রোগীদরে অনকে ‘নাইট্ৰেটে’ (nitrates) নামক একটা ঔষধ সবেন করে থাকনে যা ‘ভায়াগ্ৰা’ এর সাথে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল হয়ে উঠে। ভায়াগ্ৰা এ ঔষধটিকে রোগীর শরীরে মশিতে বাধা দিয়ে। যার ফলে এ ঔষধটি কখনও কখনও দশগুণ প্ৰযন্ত বড়ে তীব্ৰ নম্ন রক্ত চাপ তরী করে। যার কারণে কখনও কখনও মৃত্যু প্ৰযন্ত ঘটতে থাকে। কারণ আমরা অনকে মৃত্যুর কথা শুনছি। অধিকাংশ মৃত্যু এ ধরণে ক্শেত্রে ঘটছে। কোন ব্যক্তি হয়তো হার্টরে সমস্যায় ভুগছেন কথিা হার্টরে শরি ব্লক হয়ে যাওয়ায় ভুগছেন এবং এজন্য তনি নাইট্ৰেটে (nitrates) সবেন করেন। এর সাথে তনি যখন ভায়াগ্ৰা সবেন করেন তখন নাইট্ৰেটে এর শক্তি কয়কেগুণ বড়ে গিয়ে পার্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া তরী করে।”[সমাপ্ত]



দুই:

যতীন উত্তজেক এ ঔষধগুলো রমযানরে রাতরে বলো সবেন করা কথিবা অন্য যবে সময়ে পানাহার জায়বে সবে সময়ে সবেন করার মধ্যবে কোন পার্থক্য নহে। যহেতু এগুলো সবেন করা বধে; সুতরাং যবে কোন সময় সবেন করাই বধে। আর হারাম হলে যবে কোন সময় সবেন করাই হারাম। আল্লাহ তাআলা রোযা ভাঙগার পর নজিরে স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করা বধে করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “সয়ামরে রাতবে তোমাদরে জন্য তোমাদরে স্ত্রী সহবাস হলাল করা হয়ছে। তারা তোমাদরে জন্য আচ্ছাদন এবং তোমরা তাদরে জন্য আচ্ছাদন। আল্লাহ জাননে যবে, তোমরা নজিদরে সাথে খয়োনত করছলি। অতঃপর তনি তোমাদরে তওবা কবুল করলনে এবং তোমাদরেকে ক্ষমা করে দলিনে। অতএব, এখন তোমরা তাদরে সাথে মলিতি হও এবং আল্লাহ তোমাদরে জন্য যা লখিবে রেখেছেন তা অনুসন্ধান কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থকে ভোররে শুভ্র সুতা পরস্কার ফুটে উঠে। তারপর রাতরে আগমন পর্যন্ত সয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজদিবে ইতকিফরত অবস্থায় স্ত্রীদরে সাথে মলিতি হয়বে না। এটা আল্লাহর সীমারখে। সুতরাং তোমরা এর নকিটবর্তী হয়বে না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতরি জন্য নজিরে আয়াতসমূহ বরণনা করনে; যাতবে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতবে পারে।”[সূরা বাকারা, আয়াত:১৮৭]

আল্লাহই অধিকি জ্ঞাত।